



317610 - কামরস (মযী) থকে পবত্রিতা অর্জনরে পদ্ধতি

প্রশ্ন

কামরস বরে হওয়ার কারণে অণ্ডকোষ ধৌত করা ছাড়া নামায কিশুদ্ধ হবে? আমি শুনছি শাফরী, মালকী, হানাফী ও একদল হাম্বলীর মতে অণ্ডকোষ ধৌত করা লাগবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কামরস (মযী) নাপাক জনিসিরে অন্তর্ভুক্ত, যা থকে পবত্রিতা অর্জন করা আবশ্যিক।

ইবনু আব্দলি বার রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“কামরস পরচিতি ও স্বাভাবিক বস্তু। ... কামরস বরে হলো ওয়ু করা ওয়াজবি এবং নাপাক হওয়ার কারণে তা ধৌত করাও ওয়াজবি এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোনও মতভেদে নাই। এটি ইজমা।”[আত-তামহীদ (২১/২০৭)]

অতএব, যদি কামরস বরে হয় শরীরে লাগে, তাহলে যে স্থানে লগেছে তা ধুয়ে ফেলা আবশ্যিক। যে ব্যক্তি জানে যে তার শরীরে কামরস লগেছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তা না ধুয়ে নামাজ পড়ে, তার নামাজ শুদ্ধ হবে না।

শরীর বা কাপড় পবত্রি না থাকা অবস্থায় নামাজের হুকুম সম্পর্কে (12720) ও (103846) নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

দুই:

যদি কামরস অণ্ডকোষে লাগে তবে তা ধুয়ে নাপাক দূর করা আবশ্যিক, যমেনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু যদি কামরস অণ্ডকোষে না লাগে এবং নরিগমনের স্থান অতিক্রম না করে, তবে এ অবস্থার ব্যাপারে আলমেদের মধ্যে মতভেদে রয়েছে: শুধু নরিগমনস্থল ধোয়াই যথেষ্ট হবে, নাকি সম্পূর্ণ লঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধোয়া ওয়াজবি হবে?

ইমাম আহমদের মত হলো: লঙ্গ ও অণ্ডকোষ উভয়টি ধোয়া ওয়াজবি।



আল-মারদাওয়া রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“নাপাক হওয়ার মতরে ভিত্তিতে: মাযহাবের সঠিক অভিমত হলো, কামরস বরে হল লঙ্গি ও অণ্ডকোষ উভয়ই ধৌত করতে হবে।”[আল-ইনসাফ (২/৩২৮-৩২৯)]

এর দলিল হলো: সহীহ বুখারী ও সহহি মুসলমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লঙ্গি ধোয়ার নরিদশে দিচ্ছেন, যার বাহ্যিক অর্থ হলো পুরো লঙ্গি ধোয়া। আর বুখারী-মুসলমি ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে (যমেন মুসনাদ আহমদ) অণ্ডকোষ ধোয়ার নরিদশে এসেছে।

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “আমি এমন ব্যক্তি ছিলাম যার বেশি পরিমাণে কামরস বরে হত। তাই আমি এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেসে করতে পাঠালাম, তাঁর কন্য়ার মর্যাদার কারণে (নজি লজ্জাবশতঃ জিজ্ঞেস করিনি)। সে জিজ্ঞেসে করলে তিনি বলেন: ‘ওযু করো এবং তোমার লঙ্গি ধুয়ে নাও।’”[হাদীসটি বুখারী (২৬৯) ও মুসলমি (৩০৩) বর্ণনা করেন]

এই পাঠের প্রত্যক্ষ অর্থ হলো: পুরো লঙ্গি ধোয়া। তবে অধিকাংশ আলমে বলেছেন: এখানে ‘লঙ্গি’ দ্বারা উদ্দেশ্য কামরস নরিগমনের স্থানটুকু; পুরো লঙ্গি নয়। তারা এটাকে অন্য সব নাপাকরি ওপর কয়িস করছেন। কারণ অন্য সব নাপাকরি ক্ষেত্রে শুধু নাপাক লাগার স্থানটুকু ধোয়া আবশ্যিক হয়।

ইবনু দাকীকলি ঈদ রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“তারা (ফকীহরা) মতভেদে করছেন: পুরো লঙ্গি ধোয়া হবে; নাকি শুধু নাপাকরি স্থান ধোয়া হবে? অধিকাংশ আলমের মত হলো, শুধু নাপাকরি স্থান ধোয়া যথেষ্ট।”[ইহকামুল আহকাম (১/৭৪)]

নববী রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“ওয়াজবি হলো শুধু নাপাকরি স্থান ধোয়া; এটাই আমাদের মাযহাব এবং অধিকাংশ আলমের মত।”[আল-মাজমু‘ (২/১৪৪)]

ইবনে রজব রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“কামরসের কারণে লঙ্গি ধোয়ার নরিদশেরে মরম নিয়ে আলমেদের মতভেদে হয়েছে: এতে কী শুধু যটেকুতে কামরস লগেছে সেটুকু ধোয়া বোঝানো হয়েছে; নাকি পুরো লঙ্গি ধোয়া বোঝানো হয়েছে? এ বিষয়ে দুইটি মত আছে এবং দুটোই মালকে ও আহমদ থেকে বর্ণিত মত।”[ফাতহুল বারী (১/৩০৪)]

ইবনে দাকীকলি ঈদ রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“অধিকাংশ আলমে ‘লঙ্ঘিগ’ শব্দরে প্রকৃত অর্থ তথা ‘সমগ্র লঙ্ঘিগ’ গ্রহণ না করে অন্য অর্থ গ্রহণ করছেন হতুর দকি
দৃষ্টি দিয়ে। কারণ ধোয়াকে আবশ্যিককারী হলো: কামরসরে নরিগমন। এই হতুর দাবী হলো শুধু নরিগমনস্থলই ধোয়া
সীমাবদ্ধ থাকা।”[ইহকামুল আহকাম (১/৭৪)]

আবু জাফর আত-তাহবী রাহমিহুল্লাহ বলেন:

“যুক্তরি দকি থেকে বসিয়টি হলো: আমরা দেখলাম ‘কামরস নরিগমন’ একটি অপবিত্রতা (হাদাস)। তখন আমরা অন্যান্য
অপবিত্রতার দকি লক্ষ্য করলাম, এতে করে কী ওয়াজবি হয়? পাখানা বরে হলো শুধু শরীরের যখনে লগেছে তা ধোয়া
ওয়াজবি হয়, এর বেশি নয়। তবে নামায়ের জন্য পবিত্রতা অর্জন ব্যতিক্রম (সকেষতেরে আরো কিছু ধুইতে হয়)। তমেনি
রক্ত বরে হলো (যারা এটিকে অপবিত্রতা বলেন) একই বধিান।

সুতরাং এর বধিানও অন্যগুলোর মত হওয়াটা যুক্তযুক্ত। কামরস বরে হওয়া অপবিত্রতা (হাদাস), এতে করে শুধু শরীরের
যখনে তা লগেছে সেটুকু ধোয়া ওয়াজবি হবে। তবে নামায়ের জন্য পবিত্রতা অর্জনের বসিয়টি ভিন্ন। এটিই আবু হানীফা,
আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রাহমিহুমুল্লাহুর মত।”[শারহু মাআনলি আছার (১/৪৮)]

নাপাকি বলার প্রবক্তারা এ যুক্তরি জবাবে বলেন: নরিগমনস্থলরে চয়ে বেশি স্থান ধোয়া আবশ্যিক হওয়া অসম্ভব নয়।
শরীয়তে এর নজরি আছে। যমেন বীর্য বরে হলো পুরো শরীর ধোয়া ফরজ হয়। তারা বলেন: লঙ্ঘিগ ও অণ্ডকোষ ধোয়ার
উপকারতি হলো: এতে বীর্যরে নরিগমন স্থগতি হয়ে যায়।

ইবনে তাইমযিয়া রাহমিহুল্লাহ বলেন:

“এটি উত্তজেনার সাথে বরে হয়। তাই এর কারণে নরিগমনস্থলরে চয়ে বেশি স্থান ধোয়া আবশ্যিক হতে পারে, যমেনটি
বীর্যরে ক্ষতেরে। কারণ অণ্ডকোষ হলো এর পাত্র। সগেলো ধুইলে নরিগমন স্থগতি হয়ে যায় এবং এর প্রভাব দূর হয়ে
যায়।”[শরহুল উমদাহ (১/১০৩)]

ইমাম আহমদ মুসনাদে (২/২৯৩) এবং আবু দাউদ (২০৮) হশিম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উরওয়া থেকে বর্ণনা
করেন, তিনি বলেন: “আলী ইবনু আবী তালবি মকিদাদকে বললেন। ... মকিদাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: ‘সে যেনে তার লঙ্ঘিগ ও অণ্ডকোষ ধুয়ে নিয়ে।’”

হাফযে ইবনে হাজার আত-তালখীসুল হাবীর (১/১১৭)-এ বলেন:

“আবু দাউদ উরওয়ার সূত্রে আলী থেকে বর্ণনা করছেন: ‘সে তার অণ্ডকোষ ও লঙ্ঘিগ ধুয়ে নিয়ে।’ যদিও উরওয়া আলী থেকে
হাদিস শোনেননি, তবে আবু আওয়ানা তার সহীহ গ্রন্থে উবাইদা থেকে আলী হয়ে এই অতিরিক্ত অংশসহ বর্ণনা করছেন

এবং উক্ত সনদরে ব্যাপারে কোনও আপত্তি নাই।”

সান‘আনী সুবুলুস সালাম (১/১৯৯)-এ বলেন: “এই বর্ণনা সহীহ হওয়ার পর এটি গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে কোনও ওজর নাই।”

আবু দাউদ (২১১) বর্ণনা করেন: আলা ইবনুল হারসি থেকে, তিনি হারাম ইবনে হাকীম থেকে, তিনি তার চাচা আব্দুল্লাহ ইবনে সা‘দ আল-আনসারী থেকে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসে করলাম, কোন জনিসি গোসল ফরজ করে এবং পানির পরে যে পানি বের হয় তা সম্পর্কে। তিনি বললেন: “ওটা কামরস। প্রত্যেকে পুরুষেরই কামরস বের হয়। তুমি তোমার লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষ ধুয়ে নবে এবং নামাজের জন্য ওয়ু করবে।” এ হাদীসকে শাইখ আলবানী সহীহ সুনান আবু দাউদ (১/৩৮১)-এ সহীহ বলছেন।

শাইখ ইবনে বায রাহমাহুল্লাহ বলেন: “কামরসের ক্ষেত্রে ওয়াজবি হলো লঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধোয়া।” [ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (১৭/৫৮)]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলমেরা বলেন:

“... কামরস নাপাক। অতএব যদি কামরস বের হয়, তবে লঙ্গের গোড়া থেকে ধুয়ে ফেলবে এবং অণ্ডকোষ ধুয়ে ফেলবে। আর কাপড় ও শরীরে যা লগেছে তাতে পানি ছিটিবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে কামরসের কারণে লঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধোয়া এবং ওয়ু করার নির্দেশে দিয়েছেন এবং কাপড় যা লগেছে তাতে পানি ছিটিতে বলেছেন।”

আল্লাহই তাওফীকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের প্রতি দরুদ ও সালাম।

ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

আবদুল্লাহ ইবনু কু‘উদ ... আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইয়ান ... আবদুর রায়যাক আফফী ... আবদুল আযীয বনি আবদুল্লাহ বনি বায” [ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ (৫/৩৮২)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে: কামরস বের হলে লঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধোয়ার ব্যাপারে কোন মতটি অধিক শক্তিশালী?

তিনি উত্তর দেন: ‘অধিক শক্তিশালী মত হলো ওয়াজবি হওয়া। এতে একটি চিকিৎসাগত উপকারও আছে। তা হলো: লঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধুইলে কামরস বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।’ [শাইখ ইবনু উসাইমীনের ‘আল-কাফী’ গ্রন্থের টীকা]

সুতরাং সহীহ হাদীস থাকার কারণে কামরস বের হলে লঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধোয়া ওয়াজবি। এই মতই অধিক শক্তিশালী।



আর নামায সঠিকি হওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের ইজতহাদ বিষয়ে কোনও ব্যক্তি দুই মতের কোনও একটি মতকে সঠিকি মনে করে তা অনুসরণ করলে অথবা কোনও ইমামের তাকলীদ করলে তার জন্য কোনও গুনাহ নাই।

(166106) ও (49752) নং প্রশ্নের উত্তরও দেখুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।